সংবাদ

তারিখ 11 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ঢাকা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব দ্রুত অবসান করুন

ঢাকার বড় সাতটি কলেজের অধিভুক্তি নিয়ে গত ৮ মাসেও দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। এ দ্বন্দ্বের কারণে খেসারত দিতে হচ্ছে এসব কলেজের দেড় লাখের বেশি শিক্ষার্থীকে। স্নাতক (সম্মান) চতুর্থ বর্ষের ফল প্রকাশসহ পাঁচ দফা দাবিতে গত রোববার রাজধানীর নীলক্ষেত, নিউমার্কেট মোড়ে দিনভর বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো হল—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসার পর এসব কলেজের পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হয়েছে। পরীক্ষার সময়সূচি (রুটিন) না দেয়ায় গত জুলাইয়ে শিক্ষার্থীরা প্রথম দফা আন্দোলনে নামেন। গত ২০ জুলাই পরীক্ষার রুটিনসহ পাঁচ দফা দাবিতে শাহবাগে বিক্ষোভের সময় পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের শেলে চোখ হারান তিতুমীর কলেজের ছাত্র সিদ্দিকুর রহমান।

গত ফেব্রুয়ারিতে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক সম্মান চতুর্থ বর্ষের লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার মুহূর্তে ঢাকার এ সাত কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। কিন্তু তখনও চতুর্থ বর্ষের মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা হয়নি। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও ফল আটকে থাকে। এর মধ্যে গত মে মাসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোর ফল প্রকাশ হয়ে গেলে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ নিয়ে এ সাতটি কলেজের শিক্ষার্থীরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকবে আর সেই দ্বন্দ্বের খেসারত দিতে হবে শিক্ষার্থীদের— সেটা হতে পারে না। দ্রুত ফল প্রকাশ না হলে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়বেন। পরীক্ষার ফল সময়মতো প্রকাশ না হলে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ যেমন নিতে পারবেন না এবং চাকরির জন্যও আবেদনও করতে পারবেন না। এভাবে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অবাঞ্ছিত দ্বন্দ্বের ফলে পরীক্ষার রুটিন আর ফল প্রকাশ নিয়ে গড়িমসি যদি চলতে থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা প্রায় সময় রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবেন আর সিদ্দিকুরের মতো শিক্ষার্থীদের পুলিশের হামলার শিকার হতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে হবে অতি দ্রুত। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেও সমস্যার সমাধান করতে হবে। স্নাতক (সম্মান) চতুর্থ বর্ষের ফল অতি দ্রুত প্রকাশ করতে হবে। পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ নিয়ে গড়িমসি যাতে না হয় এবং শিক্ষার্থীদের যাতে রাস্তায় নামতে না হয় সেটি লক্ষ্য রাখতে হবে।